

প্রস্তাবনা : যেকোনো গবেষনার তাৎপর্য ও সিদ্ধান্ত, গবেষকের ব্যক্তিগত সততা ও নির্ভর উপর একান্ত নির্ভরশীল। বিশেষ বিশেষ দেশ ও গবেষনার বহু পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যেকোনো পরিস্থিতিতে পেশাদারী দায়বদ্ধতা ও নীতিবোধের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

মূলকথা : ব্যক্তিগত সততা বজায় রাখা

গবেষনার ফলাফল ও সিদ্ধান্তের প্রতি দায়বদ্ধতা।

সহকর্মী ও অন্যান্য গবেষকের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

গবেষণা পরিদর্শনের কাজে সৃজনশীল ভূমিকা পালন করা।

দায়িত্ব :

১) সততা : গবেষনার ফলাফল ও সিদ্ধান্তের সত্যতা যাচাই করা ও নিজের কাজের প্রতি সত থাকা।

২) নিয়মানুবর্তিতা : যেকোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আইনের প্রতি অবগত হওয়া ও মেনে চলার গবেষকের কর্তব্য।

৩) পদ্ধতি : গবেষণা পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ ও ফলাফলের মূল্যায়ন করা গবেষকের দায়িত্ব।

৪) তথ্য সংরক্ষণ : গবেষক তার গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করবেন যা দিয়ে পুনর্নির্মাণ সম্ভব হবে।

৫) ফলাফল : গবেষক তার সহকর্মীদের সাথে যেকোনো তথ্য খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করবেন ও পরিস্থিতিসাপেক্ষে তা প্রকাশ ও মালিকানা দাবি করবেন।

৬) লেখক : যেকোনো প্রকাশনার দায়িত্ব গবেষকের উপর বর্তাবে। সেই কারণে শুধু তাদেরই নাম থাকবে যারা সেই প্রকাশনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন।

৭) স্বীকার : যারা প্রকাশনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন কিন্তু তা লেখক হবার পক্ষে যথেষ্ট নই তাদের নামে প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে।

৮) পারস্পরিক পর্যালোচনা : গবেষকরা নিজ নিজ পর্যালোচনা দ্রুত ও নিরপেক্ষ ভাবে করবেন ও ফলাফলের গোপনীয়তা বজায় রাখবেন।

৯) স্বার্থ সংঘাত : গবেষকরা যেকোনো স্বার্থ সংঘর্ষের কথা (আর্থিক বা অন্যান্য) প্রকাশ করবেন ও তা যাতে গবেষনার ফলাফলকে প্রভাবিত না করে সে বিষয়ে সচেতন হবেন।

১০) জনগনের উদ্দেশে মন্তব্য : নিজ নিজ গবেষণা ও প্রভাব নিয়ে জনসমক্ষে মন্তব্য করা থেকে গবেষকরা বিরত হবেন ও তারা পেশাদারী মন্তব্য ও ব্যক্তিগত অভিমতের মধ্যে পার্থক্য করবেন।

১১) অনিয়ম কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর আনা : গবেষকরা যেকোনো অনিয়ম কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচরে আনবেন, বিশেষ করে যা উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে।

১২) অনিয়ম দমন : যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা গবেষণামূলক পেশাদারী সংস্থা নিজ নিজ গবেষণার তাৎপর্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হবে। যেকোনো দুর্নীতির মোকাবিলা করা হবে ও যারা সে দুর্নীতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচরে আনবেন তাদের নিরাপত্তা দেওয়া হবে।

১৩) পরিবেশ : গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহ উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী ও রক্ষনাবেক্ষণ করতে সচেষ্ট হবে। এর সাথে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সততা বজায় রাখাও প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তব্য।

১৮) সামাজিক দায়িত্ব : গবেষকরা ভুলবেননা যে তাদের কাজের সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন করা ও ঝুঁকির বিচার করা তাদের কর্তব্য।

সিঙ্গাপুর এ আয়োজিত গবেষণা বিষয়ক দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসভায় (২১-২৪শে জুলাই, ২০১০) স্বাক্ষরিত। পৃথিবীব্যাপী গবেষণার সাহায্যার্থে রচিত। এটি কোনো সংস্থানের প্রকাশিত নীতি নয়। কোনো আইনি ব্যাপারে সঠিক দেশীয় সংস্থানের সাহায্য নেওয়া বাঞ্ছনীয় .

অনুবাদ : স্বাগত বর্মন রায়

জানুয়ারী, ২০১৩।